ধারাবাহিক

রামকৃষ্ণায়ণ

শ্রীরামকৃষ্ণসূত্র

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

ঠাকুর বলছেন, ''মন ধোপাঘরের কাপড়। তারপর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।'' ধোপাঘরের কাপড় মানে ধোপার বাড়ি থেকে ফিরে আসা পরিষ্কার কাপড়। কিন্তু আমাদের মন তো মালিন্যে ভরা, আর সে-মালিন্যের বৈচিত্র্যই বা কত! তাকে অমলিন বলার অর্থ কী? অর্থ, মন স্বরূপত পরিষ্কার, মালিন্যহীন। কাপড় যেমন মূলত সাদা, তাকে রঙিন করতে রং লাগাতে হয় অথবা ব্যবহারে বাইরের ধুলো ময়লা লেগে অপরিষ্কার হয়ে পড়ে, সেরকম মন স্বরূপে পরিষ্কার, তার ওপর সংস্কারের নানা রং লাগে। তা যদি না হত তাহলে আমাদের মালিন্য ঘোচানোর সব প্রয়াস বিফল হত। কারণ আমাদের যা নেই তা আমরা পেতে পারি না। কয়লা স্বরূপে কালো তাই তাকে ধুয়েও সাদা করা যায় না, কিন্তু কয়লার ছোপ-লাগা সাদা কাপড়কে ধুয়ে সাদা করা যায়। ঠাকুরের একথাটি বলার অর্থ, মনে সংস্কারের যত ছাপই পড়ুক তাকে তার পরিচ্ছন্ন স্বরূপে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং সেটিই উদ্দেশ্য, কারণ মালিন্যহীন মনেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব পড়ে।

সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা হয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। ভোগ করার যন্ত্র আমাদের মন, যা সংস্কারে আবৃত। গীতা বলছেন, ''পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্''—সেই পুরুষই প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তিনি গুণজাত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন আবার তিনিই সাক্ষী হয়ে সুখ-দুঃখরূপ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ
সাহিত্যের স্বনামধন্য
লেখক

।১২।

লীলার আশ্রয়রূপে তা ভোগ করছেন। অর্থাৎ সেই পরমাত্মা আমাদের মধ্যেই আছেন, তাঁকে লাভ করার যন্ত্র সংস্কারমুক্ত মন। যে-মন সংস্কারযুক্ত হয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করায় সেই মনই সংস্কারমুক্ত হলে পরমাত্মাতে যুক্ত হবে। 'তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ'—তুষে আচ্ছাদিত হয়ে থাকলে তাকে ধান বলি; তুষ ছাড়িয়ে নিলে তা-ই চাল। এখন, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার যাবে কী উপায়ে? আমরা যেমন পূর্ব সংস্কার ভোগ করি তেমনি আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সংস্কার তৈরি করতে থাকি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এক যায় তো আর এক আসে। ঠাকুর বলছেন, সংস্কার তুলোর পাহাড়, দেখতে বিশাল কিন্তু আগুন দিলে মুহূর্তে শেষ। জ্ঞান বা ভক্তি দুপথেই সংস্কারমুক্তি ঘটে। জ্ঞানীর ওপর কর্মসংস্কার আর ক্রিয়া করে না, আগুনে কাঠ ভস্ম হয়ে যাওয়ার মতো জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত কর্মফল ভস্ম হয়ে যায় (গীতা ৪।৩৭)। সংস্কার দেহমনের ওপর ক্রিয়া করে; আর জ্ঞানী জানেন তিনি দেহ বা মন নন; ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কর্মফল তিনগুণের অধীন, কিন্তু তিনি তিনগুণের অতীত। আর ভক্তিপথে সাধক নিজের বলে কিছু রাখেন না, দেহমনপ্রাণ কর্মফল সবই ঈশ্বরকে সমর্পণ করেন। তাই ঈশ্বরও তাঁর সব ভার নেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, ভালমন্দ সমস্ত কর্মফল সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও, তোমায় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব (১৮।৬৬)। পাপ-পুণ্য দুয়েরই ফল বন্ধন। সংস্কার শুভ বা অশুভ হোক তা বন্ধনের কারণ; পুণ্য সেই অর্থে পাপেরই সমতুল। তাই এই দুটিরই চিন্তা ছেড়ে তাঁকে সমস্ত মনটি দিতে বলেছেন, তাহলে সংস্কার বন্ধন তিনি কাটিয়ে দেবেন। ভক্তিপথে তাই তিনি কপালমোচন।

কিন্তু এ তো অনেক দূরের কথা। আরম্ভটা হবে কীভাবে! শ্রীমা বলছেন, "কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।" অপরের দোষ দেখলে নিজের মন অশুদ্ধ হতে থাকে। তার দোষ হয়তো কেটেও যেতে পারে কিন্তু দোষদর্শীর মনে দোষের ছাপ আর যেতে চায় না। কোনও কাপড়ের রং উঠে অন্য কাপড়ে লেগে গেলে, সেই লেগে যাওয়া রঙের ছোপ আর উঠতে চায় না। সরযূবালা তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, একদিন শ্রীশ্রীমা বলছেন, ''পাপ-পুণ্য প্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাদের সকলকেই সেই ভালমন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়।... মনে কর একজন তোমার কাছে তার পাপ-পুণ্যের কথা বলে গেল। মনে কখনো সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভালমন্দ কাজগুলিরও চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই ভাল বা মন্দ দুই-ই তোমাদের মনের ওপর একটু কাজ করে যাবে।" মায়ের এই কথাটি মনস্তত্ত্বের এক অনুপম সিদ্ধান্ত। এর ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ভক্ত কেন সাধুসঙ্গ খুঁজবে, বিষয়ীর সঙ্গ কেন পরিহার করে চলবে। নিজে না যোগ দিলেও বিষয়ের কথা শুনলে মনে সংস্কারের ছাপ পড়ে। সাদা কাপড়ে সহজে দাগ লাগে, মন ধোপাঘরের কাপড় বলেই তাতে সব বিষয়েরই সংস্কার জমা হয়। আমরা তো সংস্কার তৈরি হওয়া বন্ধ করতে পারব না, তাই যাতে সংস্কার শুভ হয় তার দিকে আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। শুভ সংস্কারও বন্ধন বটে, কিন্তু তা লক্ষ্যের অর্থাৎ ভক্তি বা বন্ধনমুক্তির অভিমুখী। অশুভ সংস্কার সংসারে বদ্ধ করে, আর শুভ সংস্কার বন্ধনমুক্তির প্রয়াস করায়। মন তাই ধোপাঘরের কাপড়, তাকে যে-রঙে ছোপাব সেই রঙেই ছুপবে, এখন রঙের নির্ণয় আমাদের ওপর।

১১৩।